শ্রীশ্রীরাধারমণদেবো জয়তি

শ্রীমৎ চক্রধর দাস বাবার সূচক সম্পূট

জয়রে জয়রে জয়, শ্রী চক্রধর দাস জয়
প্রাণ ভরে জয় দাও ভাই
ভাই ভাই সকলে মিলে—প্রাণ ভরে জয় দাও ভাই
শ্রীগুরু করুণাময়ের—প্রাণ ভরে জয় দাও ভাই
গুরু বলে মহাবলীয়ান।
গুরু নিষ্ঠা গুরু ভক্তি, দেখাইতে তার শক্তি,
প্রকাশিলা হৈয়া মূর্তিমান।।১।।
শ্রীগুরু করুণা বিনে, কলিহত জীব গণে,
আর কোন উপায় নাহি ভাই।
মায়া বন্ধন ঘুচাইতে, গোবিন্দ চরণ পেতে,
আর কোন উপাই নাই
এই ঘোর কলিযুগে—আর কোন উপাই নাই
শ্রী-গুরু কৃপা বিনা ভাই—আর কোন উপাই নাই
একমাত্র গুরু কৃপা চাই।।২।।
গুরু ভক্তি দেখাইতে, শ্রীচক্রধর দাস রূপে,
জনমিল এ ধরাধামেতে।
শ্রীরঘুনাথ নামে পিতা, শোভারানী দেবী মাতা,
জনমিল চতুর্থ গর্ভেতে।।৩।।
কটক জেলা অন্তর্গত, পটামুণ্ডি নামে খ্যাত,
জন্মস্থান অনোলী পুণ্য গ্রামে।
সেই গ্রামের ভাগ্য বশে, জনমিলে ভক্ত বেশে,
নাম প্রেম দিতে জীবগণে।।৪।।

বাড়ে শিশু দিনে দিনে, সীত পক্ষে শশী সমে,
পিতা-মাতা স্নেহ পেয়ে ধন্য।
আবাল্য সাধু স্বভাব, দেখি সবে শিশুভাব,
নাম দিলা শ্রীবৈষ্ণবচরণ।।৫।।
বাল্যশিক্ষা বর্ণবোধ, মথুরামঙ্গল মনোবোধ,
(নিত্য) ভাগবত করে অধ্যয়নে।
সাধু-বৈষ্ণবের পাশে, হরিকথা শ্রবণ আশে,
নিত্য যায় তাঁদের শরণে।।৬।।
নিষ্কপট সত্যভাষী, বিষয়ে সদা উদাসী,
নাম জপে সদা একনিষ্ঠ।
অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, পালনে সদা অনুরক্ত,
একাগ্র মনে হইয়া আবিষ্ট।।৭।।
ভাগবত কথা শুনিয়া, ভক্তি রসে মত্ত হৈয়া,
আনন্দে বিভোর মনে মন।
সদা ব্যাকুলিত মতি, উদাসীন গৃহ প্রতি,
উচাটন মন অনুক্ষণ।।৮।।
ভক্তিপথে সদা মতি, অপূর্ব কবিত্ব শক্তি,
দেখি লোকে হইল বিস্মিত।
অকস্মাৎ গণক গণে, জন্মপত্রি দেখি মনে,
অন্তরে হইল হরষিত।।৯।।
তারা বলে শোন সবে, এ বালক বৈরাগী হবে,
অচিরাতে পাবে পরিচয়।
শত শত ভক্তগণে, পরম আনন্দ মনে,
তাঁর ঠাঁই লভিবে আশ্রয়।।১০।।
শুনি পিতা-মাতা গণে, দুঃখিত হইল মনে,
কি করিবে বুঝিতে না পারে।

হা হা! প্রভু জগন্নাথ, রক্ষা কর এই বার,
সমর্পন কৈনু তোমার দ্বারে।।১১।।
সাধু-সন্ত সঙ্গ পাইয়া, আনন্দে বালক যাইয়া,
বটবৃক্ষ তলেতে বৈসয়।
জপ ধ্যান অভ্যাস যত, করয়ে সে অবিরত,
শ্রীহরি স্মরণে দিন যায়।।১২।।
চিত্রোৎপলা নদী তীরে, কোদা নগরী মহম্মদ পুরে,
সাধিলেন অসাধ্য সাধন।
যোগমায়া পৌর্ণমাসী, কৃপাময়ী করুণারাশি,
স্বপ্নচ্ছলে দিলা দরশন।।১৩।।
সদা ব্যাকুলিত মতি, উদাসীন গৃহ প্রতি,
উচাটন মন অনুক্ষণ।
মধুর বৃন্দাবনে যাব, এ সংসারে নাহি রব,
শ্রীগোবিন্দের লইব শরণ।।১৪।।
পিতা-মাতার চরণে, আজ্ঞা মাগি শুভক্ষণে,
পুরুযোত্তম ধামেতে চলিল।
নীলাচল ধামে আসি, হেরি জগন্নাথশশী,
তনু-মন উৎসর্গ করিল।।১৫।।
স্নান বেদী পার্শ্ব স্থানে, সুদর্শনের আকর্ষণে,
মন্ত্র জপি করুণা লভিল।
নীলাচলে সব স্থানে, করিলেন দরশনে,
মনুষ্য জনম ধন্য কৈল।।১৬।।
প্রভু জগন্নাথ আগে, এই বর দান মাগে,
শ্রীচরণে সদা রহু মন।
ভাবে বৃন্দাবনে যাব, লীলাস্থলী দর্শন পাব,
রজে পড়ি রব অনুক্ষণ।।১৭।।
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, গোবিন্দ ভজন জন্য,

কত শত ভাব উদিল।
নিমাইদাসে সঙ্গে লইয়া, সাধু-সন্ত সঙ্গ পাইয়া,
গঙ্গাসাগর তীর্থে উত্তরিল।।১৮।।
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, স্নান করি আনন্দ মনে,
কিছুদিন সে স্থানে রহিল।
তবু শান্তি নাহি মনে, চল বৃন্দাবনধামে,
এত বলি যাত্রা যে করিল।।১৯।।
যাইতে যাইতে পথে, কে টানে যে অলক্ষিতে,
নবদ্বীপ ধামে প্রভু মোর।
পূর্বে ভক্তগণ মুখে, শুনে ছিল শাস্ত্র মতে,
যুগাবতার শ্রীনিতাই-গৌর।।২০।।
কলিজীব উদ্ধারিতে, নাম-প্রেম-ভক্তি দিতে,
অবতীর্ন নবদ্বীপ ধামে।
নিতাই-গৌর দরশনে, আনন্দ ধরে না মনে,
সব কথা পুছে সাধু স্থানে।।২১।।
নিমাই দাস কহে ভায়া, গুরু মুখে শুনেছি যাহা,
শ্রীগোবিন্দ গৌরাঙ্গ কলিতে।
বলরাম নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ কন্দ,
এলো কলি জীবে প্রেম দিতে।।২২।।
করি গৌর দরশন, কাঁদে প্রভু অবিরাম,
দু'নয়নে বহে বারিধারা।
শ্রীবাস অঙ্গন হেরি, নেত্রে বহে প্রেমবারি,
সমাজ বাড়ি আসি পাগল পারা।।২৩।।
রাত্রিতে প্রসাদ পাইয়া, রাধারমণ সমাধি গিয়া,
দ্বার দেশে শয়ন করিল।
গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখে, শ্রীরাধারমণ এসে,
তাঁর কানে মন্ত্র দান কৈল।।২৪।।

শ্রীহস্ত স্পর্শ পাইয়া, পুলকিত হইল হিয়া,
স্বপ্ন ভঙ্গে ব্যাকুল হইল।
হায় একি কৃপা কৈলে, এ অধমে দীক্ষা দিলে,
সত্য-মিথ্যা বুঝিতে নারিল।।২৫।।
প্রাতঃকালে উঠিয়া, দীক্ষার কথা স্মরিয়া,
মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
এই মন্ত্র দিল তেঁহ, এবে কি করিব বল,
নিমাই দাসের শুনি হর্ষ হৈল।।২৬।।
নিমাই দাস বাবা কয়, কি অদ্ভুত কথা হয়,
আমিও এই মন্ত্র পাইয়াছি।
তুমি বড় ভাগ্যবান, তোমায় কৈল মন্ত্র দান,
শ্রীরাধারমণ নিজে আসি।।২৭।।
আমার প্রভুর প্রভু এই, শ্রীরাধারমণ নাম ভাই,
নিতাই গৌর নাম প্রচারিলা।
নামে তরু নাচাইলা, নামে মরা বাঁচাইলা,
নামেতে পাষাণ গলাইলা।।২৮।।
তার এই সমাধি স্থান, সাক্ষাৎ দেখ মূর্ত্তিমান,
সব আশা পুরিবে এইখানে।
নিমাই দাসের কথা শুনে, ব্যাকুল হইল প্রাণে,
দণ্ডবৎ কৈল সমাধি স্থানে।।২৯।।
ললিতা দাসী দরশনে, প্রণমিলা শ্রীচরণে,
স্বপ্ন কথা সব নিবেদিল।
মৃদু হাসি তেঁহ কয়, প্রভু মোর কৃপাময়,
স্থির হও না হও ব্যাকুল।।৩০।।
সে মধুর বাণী শুনে, যেন শক্তি পেল প্রাণে,
অন্তরেতে আশা যে জাগিল।

সত্যই কি কৃপা পাব, মনের জ্বালা জুড়াইব,
নাম প্রেমে হইব পাগল।।৩১।।
অযাচিত কৃপা পাইয়া, আনন্দে পুরিল হিয়া,
কিছুদিন নবদ্বীপে রইল।
নিমাই দাসে সঙ্গে করে, পুনঃ নীলাচলপুরে,
আসি জগন্নাথ যে দেখিল।।৩২।।
ভাগ্য ফলে নীলাচলে, রথযাত্রার প্রাক্কালে,
প্রভু রাম প্রিয় গণ সনে।
গৌর লীলা করে স্মরণ, ভক্ত সম্মিলন কীর্তন,
রাঘবের ঝালী সমর্পণে।।৩৩।।
গৌরের গুণ্ডিচামার্জন, রথযাত্রা সঙ্কীর্তন,
রাম দাদা মুখে কীর্তন শুনি।
ভাবে এ সামান্য নয়, প্রেম-ভক্তির মূর্তি হয়,
শ্রীরাধারমণের নিজ শক্তি মানি।।৩৪।।
স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছি বটে, দীক্ষা হয় শাস্ত্র মতে,
রাম দাদা কাছে মন্ত্র লৈব।
ঝাঁজপিটা মঠে আসিয়া, মন কথা নিবেদিয়া,
বলে তোমার স্থানে দীক্ষা নেব।।৩৫।।
সব কথা নিবেদিল
নন্দ পরমানন্দ দাস আনুগত্যে—সব কথা নিবেদিল
যশোদানন্দন দাস পরামর্শে—সব কথা নিবেদিল
বলে তোমার স্থানে দীক্ষা নেব।।৩৫।।
প্রভু রাম গুণমণি, সব বিবরণ শুনি
প্রেমে পুলকিত হইয়া বলে।
আমার প্রভু শ্রীরাধারমণ, স্বপ্নে মন্ত্র কৈল দান,
পুনঃ দীক্ষা দেওয়া নাহি চলে।।৩৬।।

তুমি বড় ভাগ্যবান, প্রভু কৈল মন্ত্র দান,
কোন চিন্তা না করিহ তুমি।
সর্ব সিদ্ধি লাভ হবে, গৌর-প্রেম ভক্তি পাবে,
তোমা পাশে সদা রব আমি।।৩৭।।
রাম দাদার কথা শুনে, অতি আনন্দিত মনে,
নামানন্দে বিভোর হইলা।
অহৈতুকি কৃপার দান, জয় গুরু শ্রীরাধারমণ,
কাঁদি কাঁদি বক্ষ ভাসাইলা।।৩৮।।
প্রভু রামের শ্রীচরণে, নিবেদিলা শুদ্ধ মনে.
যাব আমি মধুর বৃন্দাবনে।
প্রভু রামের আজ্ঞা পাইয়া, নিমাই দাসে সঙ্গে লইয়া,
চলিলেন আনন্দিত মনে।।৩৯।।
পথে দেবদেবীগণ, করি কত দরশন,
সকাতরে প্রার্থনা করয়।
তোমরা প্রভুর নিজজন, দাও প্রেম-ভক্তিধন,
মনোভীষ্ট যেন পূর্ণ হয়।।৪০।।
তুলসী ক্ষেত্র আসিয়া, অতি আনন্দিত হৈয়া,
বলদেব চন্দ্রে দর্শন কৈল।
আসি তাঁর জন্মস্থান, পিতা-মাতায় কৈল দর্শন,
পটামুণ্ডায় আসিয়া রহিল।।৪১।।
রাধারমণ পদাঙ্কিত, রাধারমণ মঠ খ্যাত,
তথা গিয়া উপনীত হৈল।
রাধারমণ পদাশ্রিত, হৃষিকেশ দাস মহন্ত,

দরশনে কৃতকৃত্য হৈল।। ৪২।।

কিছু দিন করি বাস, পূর্ণ হৈল অভিলাষ,

তাঁর কাছে বৈরাগ্য বেশ লইয়া।

শ্রীচরণে আজ্ঞা মাগি, বৃন্দাবনে যাবার লাগি,

চলিলেন হর্ষযুক্ত হৈয়া।।৪৩।।

নানা দেশ ঘুরি ঘুরি, তীর্থ পর্যটন করি,

মথুরা মণ্ডলে প্রবেশিলা।

বিশ্রাম ঘাটে করি স্নান, দ্বারকাধীশ দরশন,

কৃষ্ণ জন্মস্থানে পুনি গেলা।।৪৪।।

কেশবদেবে নিরখিয়া, প্রেমে পড়ে লুটাইয়া,

স্তুতি নতি বিস্তর করিলা।

তবে গেলা বৃন্দাবনে, কাঠিয়া বাবার আশ্রমে,

কিছুকাল তথায় রহিলা।।৪৫।।

শ্রীযমুনা স্নান করি, দেহ গেহ পাসরি,

তুলসীরে সদাই সেবিলা।

বৃন্দাদেবীর কৃপা কণা, পাইয়া আনন্দমনা,

লীলাস্থান দর্শনে চলিলা।।৪৬।।

রাধাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে, স্নান করি মহানন্দে,

নাম গানে সদাই উন্মত্ত।

গিরিরাজ পরিক্রমা, বন পরিক্রমা সীমা,

গোবিন্দ দর্শনে উপনীত।।৪৭।।

শ্রীরাস পূর্ণিমা সময়, গৌরহরি বিহরয়,

প্রভুরাম করয়ে কীর্ত্তনে।

আমাদের প্রাণ গোরা, কীর্ত্তন শ্রবণে ভোরা,
ভাবাবেশে করয়ে নর্ত্তনে।।৪৮।।
সাধু-সন্ত ব্রজবাসী, স্মরি তাদের গুণরাশি,
ভ্রমণ করয়ে দীন ভাবে।
যুগল চরণে মন, স্মরি রহে অনুক্ষণ,
ভাবে কত দিনে কৃপা হবে।।৪৯।।
এই রূপে ব্রজ মাধুরী, আস্বাদিল প্রাণ ভরি,
ব্রজ রজে দণ্ডবৎ কৈল।
গৌর গম্ভীরা লীলা, হৃদয়ে উদয় হৈলা,
নীলাচল চন্দ্র আকর্ষিল।।৫০।।
জগন্নাথ দরশনে, আনন্দ বাড়িল মনে,
কিছু দিন তথায় রহিলা।
একদিন জগন্নাথ, সন্মুখে করি প্রণিপাত,
সকাতরে প্রার্থনা করিলা।।৫১।।
আর না ভ্রমিব কোথা, মনে লাগে বহু ব্যথা,
নিরজনে সাধন করিব।
তব কৃপা গুরু মন্ত্র, আশ্রয় সদা ভাগবত,
নামানন্দ সেবানন্দ পাব।।৫২।।
এই মত বিচারিয়া, পুরী হইতে আসিয়া,
আঠগড়ে উপনীত ভেল।
নিমাই দাস হরিচন্দন, তাঁর সঙ্গে হইল মিলন,
দোঁহে মিলি বিচার করিল।।৫৩।।
রাজমহলে সংকীর্ত্তনে, যোগদান হর্ষ মনে,

ভক্তরাজ হৈল প্রমোদিত।
সাপুয়া নদীর তটে, নড়ুয়া পাড়া সন্নিকটে,
নিষ্কিঞ্চনে সেবে ভাগবত।।৫৪।।
নিত্য সন্ধ্যা কীর্ত্তনে, সমাগত ভক্তগণে,
নামানন্দে ভাবেতে বিভোর।
নামযজ্ঞ অষ্টপ্রহর, গ্রামে-গঞ্জে করি প্রচার,
শিষ্যগণে সঁপি সেবাভার।।৫৫।।
রাধারমণ শক্তি বলে, কত জীবে উদ্ধারিলে,
নিন্দুক পাষণ্ড দীন হীনে।
যত হিংস্র প্রাণী আসে, সবে হিংসা ছাড়ি সুখে,
ভালবাসার ভাবের ভিয়ানে।।৫৬।।
মহাপ্রভু পদাঙ্কিত, কটক নগর খ্যাত,
খান্নগর কাঠজুড়ি তীরে।
আশ্রম স্থাপন করি, সেবা করে প্রাণ ভরি,
সেবা করে প্রাণ ভরে
অতিথী অভ্যাগত জনে—সেবা করে প্রাণ ভরে
সাধু-সন্ত বৈষ্ণবের—সেবা করে প্রাণ ভরে
আশ্রম স্থাপন করি, সেবা করে প্রাণ ভরি,
প্রাণ রাধা শ্রীশ্যামসুন্দরে।।৫৭।।
প্রভু রামের আজ্ঞা লইয়া, শ্রীশ্যামসুন্দর সেবা পাইয়া,
আনন্দেতে জুড়াইল প্রাণ।
এসেছিলেন কৃপা করি
প্রভুরাম গুণমণি—এসেছিলেন কৃপা করি

ব্রজের ফলাহারী বাবা—এসেছিলেন কৃপা করি
(গম্ভীরার) শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস—এসেছিলেন কৃপা করি
কিছুদিন রহিলেন
(গম্ভীরার) শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস—কিছুদিন রহিলেন
আনন্দেতে জুড়াইল প্রাণ।
শ্রীজগদানন্দ দাস, সঙ্গী পাইয়া উল্লাস,
বিগ্রহ সেবায় শ্রীনিমাইচরণ।।৫৮।।
শ্রীশ্যামসুন্দর সেবা আশে, নেত্র জলে বুক ভাসে,
কি অপূর্ব ভাবাবেশ হৈল।
গৌর নিত্যানন্দ হেরে, অঝোরে নয়ন ঝুরে,
প্রেমাবেশে উনমত ভেল।।৫৯।।
নিশান্ত তিন ঘটিকায়, শয্যা হইতে উঠিয়া,
শৌচাদি কৃত্য সমাপন করি।
নাম-রস আস্বাদনে, হইয়া প্রভু নিমগনে,
নয়নে বহয়ে প্রেম বারি।।৬০।।
মঙ্গল আরতি হেরি, মন্দির পরিক্রমা করি,
নিত্য প্রাতঃ ভ্রমনেতে যান।
প্রভাতি কীর্তন করি, আবেশে আশ্রমে ফিরি,
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ গান।।৬১।।
অষ্টকাদি পাঠ করিয়া, স্নান-কৃত্য সমাধিয়া,
শৃঙ্গার আরতি দরশন।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈয়া, শ্রীবিগ্রহে প্রণমিয়া,
পরিক্রমা করে হৃষ্ট মন।।৬২।।

বাল্য প্রসাদ গ্রহণান্তে, নাম জপেন একান্তে,
লক্ষ নাম জপ সমাপিয়া।
মধ্যাহ্নে শ্রীকুণ্ডে কেলি, রাধা-কৃষ্ণ সখী মেলি,
স্মরণ করয়ে হর্ষ হৈয়া।।৬৩।।
মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেয়ে, সামান্য বিশ্রাম নিয়ে,
পুনঃ নাম-রস আস্বাদন।
উত্থাপন নিরখিয়া, গো-মাতারে সেবে গিয়া,
ফিরে এসে ভাগবত শ্রবণ।।৬৪।।
সন্ধ্যারতি দেখি ভোর, নয়নে বহয়ে লোর,
ভাবাবেশে গরগর মন।
আশ্রমবাসী জনে জনে, সুধাইয়া সযতনে,
প্রেম স্বরে উপদেশ দেন।।৬৫।।
রাত্রে প্রসাদ করি সেবা, স্মরণে আবিষ্ট হৈয়া,
কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া।
পুনরায় নিশান্ত বেলায়, গৌর-গোবিন্দ লীলায়,
প্রেমাবেশে রহেন ডুবিয়া।।৬৬।।
এই ভাবে ডুবে থাকেন
প্রভু আমার প্রতিদিন—এই ভাবে ডুবে থাকেন
চন্দন-যাত্রা, স্নান-কেলি, রথযাত্রায় সবে মেলি,
পুরীতে রহয়ে হর্ষ মনে।
শ্রীগুরু পূর্ণিমায় আসি, কটকেতে প্রেমে ভাসি,
শ্যামসুন্দরে করেন দর্শনে।।৬৭।।
ঝুলনে শ্রীবৃন্দাবনে, প্রেমানন্দে দরশনে,

পুনরায় আঠগড়ে আসি।

নানা স্থানে করি ভ্রমণ, নাম-প্রেম প্রচারণ,

কৈলা কত প্রেম জলে ভাসি।।৬৮।।

কত - শত জীব উদ্ধার কৈলে

দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে—কত - শত জীব উদ্ধার কৈলে

আমি কেবল বঞ্চিত হলাম

আপন দুর্দৈব দোষে—আমি কেবল বঞ্চিত হলাম

অমল পুরাণ ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত,

শ্রীগোস্বামীগণের প্রণীত।

চৈতন্যচরণ বাবা মুখে, শ্রবণ করে সদা সুখে,

সিদ্ধান্তের সার রস-তত্ত্ব।।৬৯।।

প্রভু রামদাসাশ্রিত, বায়াবাবা নামে খ্যাত,

গুরু বলে মহাবলীয়ান।

উড়িষ্যার ঘরে ঘরে, সেহ নাম প্রচার করে,

তার সঙ্গে অদ্ভুত মিলন।।৭০।।

দোঁহাকার সখ্য ভাব, যেন এক তনু মন,

দোঁহে দোঁহার সঙ্গ বাঞ্ছা করে।

তাই জন্মোৎসব স্থানে, শ্রীবায়া বাবার সনে,

আসে বাবা মিলনের তরে।।৭১।।

শ্রীশ্যামসুন্দর মঠ অঙ্গনে, অখণ্ড শ্রীনাম স্থাপনে,

আস্বাদয়ে নাম-সুধা রস।

বহু মহান্ত সন্ন্যাসী, দরশন দেয় আসি,

অনেকেই আসতেন

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী আদি—অনেকেই আসতেন
সঙ্গ-সুখ লালসায়—অনেকেই আসতেন
একদিন আসিলেন
শ্রীরাধারমণ দাসজী—একদিন আসিলেন
অনেকবার এসেছেন
শ্রীজগদানন্দদাসজী—অনেকবার এসেছেন
শ্রীচৈতন্যচরণ দাস বাবা—অনেকবার এসেছেন
আসিলেন শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস
সঙ্গ-সুখ পেতে আশ—আসিলেন শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস
কাছে কাছে থাকিতেন
শ্রীস্বরূপ দাস বাবা—কাছে কাছে থাকিতেন
সবাই তো এসেছিলেন
শ্রীমধুসূদন দাস বাবা—সবাই তো এসেছিলেন
শ্রীনিতাইপদ দাসজী—সবাই তো এসেছিলেন
একচক্রা হতে এসেছিলেন
সপরিকরে শ্রীজীবশরণদাস—একচক্রা হতে এসেছিলেন
একবার এসেছিলেন
শ্রীবিনোদবিহারীদাস বাবা—একবার এসেছিলেন

মহান্ত শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস।।৭২।।

চিদানন্দ সরস্বতী, রাজা গজপতি আদি,
নিজ গুণে দরশন দিলা।
আঠগড় আশ্রম স্থানে, ভাগবত জন্মদিনে,
অখণ্ড শ্রীনাম বসাইলা।।৭৩।।

পাইয়া উপদেশামৃত, ভক্তগণ হইল তৃপ্ত,
আঠগড়ে শেষ যাত্রা কৈল।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবনে, অখণ্ড নাম সংকীর্তনে,
সাধুসেবা বাসনা জাগিল।।৭৪।।
তার সুব্যবস্থা করি, অন্তরে আনন্দ ভরি,

ইঙ্গিতেতে জানাইলেন
নিত্যলীলায় প্রবেশের কথা—ইঙ্গিতেতে জানাইলেন

শ্রীগুরু বিরহ প্রাণে জাগল।
শ্রীগুরু চরণ ধ্যানে, গুরু দত্ত নাম গানে,
দিবা রাত্র সদা মেতে রইল।।৭৫।।
সকল সেবক গণে, আদেশিলা জনে জনে,
যথাযোগ্য বাঁটি দিল সেবা।
নিষ্কপটে শ্যামসুন্দরে, সেবা কর প্রাণ ভরে,
মোর প্রসন্নতা চাহ যেবা।।৭৬।।
তের'শ নিরানব্বই সনে, অগ্রহায়ণী শুক্লা নবমী দিনে,
প্রাতঃকালে নয় ঘটিকাতে।
নিতাই গৌর হৃদে ধরি, গুরুবারে গুরু স্মরি,
প্রবেশিলে নিত্য লীলাতে।।৭৭।।

নিত্য লীলায় প্রবেশ কৈলা
শ্রীগুরু চরণ হৃদে ধরি—নিত্য লীলায় প্রবেশ কৈলা
শ্রীগুরুদত্ত নাম স্মরণ করি—নিত্য লীলায় প্রবেশ কৈলা
(নিতাই) গৌর চরণ হৃদে ধরি—নিত্য লীলায় প্রবেশ কৈলা
যুগল চরণ স্মরণ করি—নিত্য লীলায় প্রবেশ কৈলা

প্রবেশিলে নিত্য লীলাতে।।৭৭।।

সবে হায় হায় করে

শিরে করাঘাত করে—সবে হায় হায় করে

আজ একবার দেখা দাও

তোমার আশ্রিত জনে—আজ একবার দেখা দাও

আজ তুমি চলে গেলে, মোদেরে বিরহে ফেলে,

সবাকারে অনাথ করিয়া।

অপরাধ ক্ষমা করে, আজ দেখা দাও বারে,

তপ্ত হিয়া দাও জুড়াইয়া।।৭৮।।

আজ একবার দেখা দাও

সকল অবরাধ ক্ষমা করে—আজ একবার দেখা দাও

হা-পরম করুণ শ্রীগুরুদেব—আজ একবার দেখা দাও

জুড়াও মোদের হিয়া

একবার দেখা দিয়া—জুড়াও মোদের হিয়া

ওহে চক্রধর দাস, পুরাও আমার আশ,

শ্রীচরণে এই নিবেদন।

আমার অন্তিম কালে, জয় গুরু শ্রীগুরু বলে,

সুখে যেন যায় এ জীবন।।৭৯।।

—ঃ আক্ষেপ ঃ—

জয় জয় রাধারমণ পতিত পাবন।
প্রভু রাম গুণমণি গুরু গত প্রাণ।।
জয় চক্রধর বাবা গুণের আধার।
হেন প্রভু কোথা গেলা করিয়া আঁধার।।
জয় জয় শ্রীগুরুদেব ভক্তি মূর্ত্তিমান।
তোমার বিরহে কাঁদে তবাশ্রিত জন।।
আর কি পাব না তোমার শ্রীমুখ দেখিতে।
শ্রীমুখের কথা কিগো পাব না শুনিতে।।
সবে যদি চলে গেলে মোদেরে ফেলিয়া।
তবে মোরা কোথা গিয়ে জুড়াইব হিয়া।।
মোদের দুঃখ দেখি কেবা করুণা করিবে।
নিতাই গৌর কথা বলে আর কে শোনাবে।।
সদাচারে সাধন ভজন আর কে শেখাবে।
ত্রুটি হলে শাসন করে কেবা শুধারিবে।।
কোটি কোটি পিতৃ-মাতৃ স্নেহরস দিয়া।
কে দয়া করিবে বলো বাৎসল্য করিয়া।।
রাধাকুণ্ডে নাম বসাবো এই ইচ্ছা কৈলে।
তার আগে ফাঁকি দিয়ে তুমি লুকাইলে।।
তোমার আশা পূর্ণ এবে নাম যে বাঞ্ছিলে।
তোমার প্রিয় দাস দ্বারা কার্য করাইলে।।
তোমার কৃপার কথা কি বলিব আমি।
তুমি কেবল কৃপা করুণার খনি।
এই শেষ নিবেদন শুন দয়াময়।
জয় শ্রীগুরু বলে যেন মোর প্রাণ যায়।।

—ঃ০ঃ—